দামুড়হুদায় কৃষি উপকরণ বিতরণ

দামুড়হুদার কোষাঘাটায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সমন্বিত কৃষি ইউনিট পিকেএসএফের আর্থিক সহায়তায় উপকারভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো হযরত আলী।

বেসরকারি সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কোষাঘাটাস্থ মিশ্র খামার প্রাঙ্গনে উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মোঃ কিতাব আলী, ডাঃ এ এম এস সহীদ, কৃষিবিদ ফায়সাল মাহমুদ, ডাঃ এহতেশামুল হক, সহঃ প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা হাসান রেজা ও সহঃ কৃষি কর্মকর্তা মোঃ বিপুল মিয়া।

পোকার আক্রমণে মেহেরপুরে আমন উৎপাদনে ঘাটতি

অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় চলতি আমন মৌসুমে ধানে বাদামি গাছ ফড়িং (কারেন) পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। গতবারের থেকে এবছর বিঘাপতি ৫ থেকে ৬ মন ধান কম উৎপাদন হচ্ছে। ফলে চাষীদের উৎপাদন খরচ ঘরে উঠছে না।

জানা গেছে, জমি প্রস্তুত, ধানের চারা লাগানো, সেচ, বিষ, কাটা- মাড়াসহ সকল উপকরণের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে গতবারের তুলনায়। ফলে গতবছর বিঘাপ্রতি জমিতে আমন ধান উৎপাদন করতে খরচ হয়েছিলো ১০ থেকে ১১ হাজার টাকা। এবছর তা বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকা। ফলে ক্রমশ ধানের আবাদে অনিহা হয়ে উঠছে কৃষকরা। কিন্তু

নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তারা ধানের আবাদ ধরে রেখেছেন বলে জানান।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলার তিন উপজেলায় চলতি আমন মৌসুমে ২৬ হাজার ৮৪০ হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়েছে। বৃষ্টিপাত কম ও তাপমাত্রা বেশি থাকায় চলতি মৌসুমে বাদামি গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণ বেড়েছে। কৃষকদের সচেতনতার মাধ্যমে পোকা দমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলেও ফলন গতবারের তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে।

সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের ধানচাষী মইরুদ্দিন বলেন, এক বিঘা জমিতে ব্রি-৭৪ জাতের মোটা ধানের আবাদ করেছি। ভুই (জমি) পাকানো, চারা লাগানো, পানি (সেচ), বিষ, কাটা-মাড়া দিয়ে প্রায় ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। গতবছর একই জমিতে ধান পেয়েছিলাম ২১ মন। এবার ১৫ থেকে ১৬ মনের বেশি হবে না। ধানে শীষ আসার আগে থেকেই কারেন পোকা লাগা শুরু হয়ছে। প্রতিবছর একবার বিষ দিলেই হয়। এবার চারবার বিষ দিতে হয়েছে। যে কারণে গতবছরে থেকে এবার খরচও বেশি হয়েছে।

সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের শহিদুল ইসলাম এবার ৫বিঘা জমিতে ব্রি-৪৯ ধানের আবাদ করেছেন। তিনিও বলেন, গতবছর বিঘাপ্রতি ২০ থেকে ২১ মন করে ধান উৎপাদন হলেও এবার ১৪ মনের বেশি পাননি। এছাড়াও কারেন পোকার কারণে এবছর সার ও বিষ খরচ হয়েছে।

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের ফিরোজ আলী বলেন, এবার আড়াই বিঘা জমিতে ধানের চাষ করেছি। বিঘাপ্রতি ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সংসারে দুবেলা ভাত জোটানোর জন্য ধানের আবাদ করি। প্রতিবছর সেখান থেকে কিছু বিক্রি করি। কিন্তু এবার কারেন পোকার ক্ষতির কারণে ফলন কম হয়েছে।

আড়ৎ ব্যবসায়ী বেলাল হোসেন বলেন, আমন ধান সবেমাত্র কাটা-মাড়া শুরু হয়েছে। ভালো মানের ধান ১১শ থেকে সাড়ে এগারশ টাকা বেচাকেনা চলছে। তবে কয়েকদিন পর থেকে পুরোপুরি সিজেন শুরু হলে দাম কমবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, এ বছর বৃষ্টিপাত কম ও অপেক্ষাকৃত তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাদামি গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণ হয়েছে। এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করে চাষীদের সচেতন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক কৃষি কর্মকর্তাদের মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পোকা দমন করে তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে পোকা দমন করতে চাষীদের অতিরিক্ত খরচের মধ্যে পড়তে

হয়েছে এবং কিছুটা হলেও ফলন কম হয়েছে।

তিনি বলেন, এখন আমন সিজন। কিন্তু অনেক চাষী আছে যারা বোরো সিজনের ধানও আবাদ করেছেন। যার ফলে ওই সকল চাষীদের ফলন কম হতে পারে। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, অনেকচাষী আমন সিজনে ব্রি-৭৪ ধান চাষ করেছেন। ব্রি-৭৪ মূলত বোরো সিজনের ধান। আমন সিজনের জন্য উপেযাগী ব্রি-৭৫, ব্রি-৮৭, ব্রি-৯০ জাতের ধানের আবাদ করার পরামর্শ দেন।

মেহেরপুরের কাঁচা বাজারে কিছুটা স্বস্তি

শীতের শুরুতে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ও কয়েক দফা অবরোধের কারনে মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজি জেলার বাইরে না যেতে পারায় মেহেরপুর শহরে কাঁচা বাজারে সবজির দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেছে।

গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে মেহেরপুর বড় বাজারের আড়ৎ ও কাচা বাজার ঘুরে দেখা গেছে,গত এক সপ্তাহ ধরে সব সবজির দাম বিগত অর্ধেকে নেমে এসেছে।ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পাইকারি বাজারের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে শীতকালীন শাকসবজি বিক্রি করছেন তারা। তবে বিক্রেতারা বলছেন বাজারে সকল পণ্যের দাম কমলেও একই সাথে ক্রেতার সংখ্যাও কমে গেছে।

সরেজমিনে বড়বাজার কাঁচাবাজারে যেয়ে দেখা যায়,গত সপ্তাহে সীম বিক্রি হয়েছিল ১২০ টাকা কেজি আর এই সপ্তাহের ৩০ টাকা , কচুর দাম ১০০ টাকা কেজি থেকে কমে ৩০ টাকা, আলু ৬০ টাকা কেজি থেকে কমে হয়েছে ৪৫ টাকা কেজি, লাউ এর দাম ৫০ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকা পিস, ফুলকপি ৮০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২০ টাকা কেজি, বেগুন ৮০ টাকা কেজি থেকে কমে হয়েছে ৩০ টাকা, পালংশাক ৮০ টাকা কেজি থেকে কমে ৩০ টাকা কেজি। এছাড়াও সব সবজির তুলনামূলক কমলেও অধিকাংশ বিক্রেতা বলেছেন পণ্যের দাম কমার পর বাজারে ক্রেতার সংখ্যা না বেড়ে উপরন্ত অনেক কমে গেছে।

কাঁচা বাজারের বাজার করতে আসা ফারুক নামের এক ক্রেতা বলেন, অনেকদিন পর বাজার করতে এসে আজকে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। সকল পন্যের দাম অনেকটা সহনীয়।

হোস্টেলে থাকা কলেজ ছাত্রী নিসাত বলেন, আমরা সপ্তাহে দুইবার বাজারে আসি। এ সপ্তাহে বাজারে অনেক নতুন সবজি উঠেছে, দামও তুলনামূলক ভাবে গত সপ্তাহের তুলনায় অনেক কম।

চুয়াডাঙ্গায় ত্রি জেলা গরুর মেলাকে ঘিরে জমকালো আয়োজন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের সবথেকে বড় গরুর মেলা। বিডিএফএ এর আয়োজন ত্রি জেলার গরুর মেলায় অংশগ্রহণ করছে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার বড় ছোট মিলে খামারের মালিকগণ।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, এ ধরনের মেলার আয়োজনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া খামারীরা কিছু শিখবে যা পরবর্তীতে তাদের খামার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

মেলার মাধ্যমে সবাই গরুর বিভিন্ন জাত সর্ম্পকে জানতে পারবে। বাংলাদেশের মাংসের যে চাহিদা তা মেটানোর উদ্দেশ্যেই মেলার আয়োজন। এখান থেকে উদ্যোক্তা তৈরি হবে। বর্তমানে দেশে গোখাদ্যের দাম কমানোর জন্য সরকার কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ খাতটা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় সে লক্ষ্যে এই মেলা সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র খামারিদের সুখ-দুঃখ সেভাবে উঠে আসে না। এ মেলার মাধ্যমে খামারিরা নীতি-নির্ধারকদের কাছে তাদের সমস্যা তুলে ধরবেন। এ ছাড়া সারা দেশের খামারিদের সঙ্গে শক্ত মেলবন্ধন তৈরির জন্যই এমন আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূলের খামারিদের উৎসাহ দেওয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরতেই গরু মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রামের পর বিডিএফের চতুর্থতম আয়োজনে গরুপালনের রাজধানী হিসেবে খ্যাত চুয়াডাঙ্গার প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের উৎসাহ দেয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরতেই এই গরু মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এ সময় তিনি আরও ,বলেন বিভাগীয় শহর বাদে এই প্রথম কোন জেলা শহরে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মাস এসোসিয়েশনের আয়োজনে এই ত্রি জেলা গরু মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারাদেশের ৩ হাজারের বেশি খামারি এতে অংশ নেন। মেলার গরুর র্যাম্পে হেঁটে বেড়িয়েছে গরু। এছাড়াও মেলায় তোলা হয় ২৫২ টি বিভিন্ন জাতের গরু।

চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলার রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত খামারিদের গরু প্রদর্শন, বিক্রি ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মেলাটি শুক্রবার ও শনিবার দিনব্যাপী চলবে।

মেলায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে দু’দিনব্যাপী উন্নত জাতের গরু তৈরির জন্য ভালো জাত নির্বাচন কম দামে গরুর সুষম খাদ্য তৈরি এবং মোটাতাজা করনের পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা দুটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক,চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার সহ আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

দর্শনা কেরুজ চিনিকল ও কৃষি খামার আখ রোপনের উদ্ধোধন

দর্শনা কেরুজ চিনিকল পরিদর্শন ও কৃষি খামারে পীট পদ্ধতি আখ রোপন,আখচাষীদের সাথে মতবিনিময় ও রোপন মৌসুমের শুভ উদ্ধোধন করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেছেন। চিনিকল সুত্রে জানাযায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান শেখ সোয়েবুল আলম এন ডিসি সপ্তাহ তিনেক আগে এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অন্য মিলে যাওয়ার আগেই তিনি গতকাল শনিবার সকালে কেরু চিনিকল কারখানা ও ডিষ্টিলারী ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোজ খবর নেন। কেরু মিল পরিদর্শন শেষে দুপুরে কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেন। প্রথমেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রপর গ্রামের আখ চাষী আব্দুল হান্নানের জমিতে আখ রোপন করেন।

পরে জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়ের মিলস গেট উথলীর ৫নং ইউনিটের সিডিএ সাকী মাহমুদের তত্ত্বাবধানে আফজালুল হক ধীরু,শামীম হোসেন,শওকত,কাওসার, রাশিদুল, আমির,ছমির ও আখ চাষী হাবিবুরের জমিতে ১৮ একর আখ রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন। আখ রোপন শেষে

দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়।
আখ রোপন শেষে কেরুর ডিহিকৃষ্ণপুর কৃষি খামারে সুগার প্লান্টে আখ রোপন,পিট পদ্ধতিতে আখ রোপন দেখেন ও মিলজোন এলাকার দুজন চাষীর জমিতে আখ রোপনের উদ্বোধন করেন। তার আগে উথলি একজন আখচাষীর জমিতে আখ রোপন করেন ও স্হানীয় চাষীদের সাথে এক মত বিনিময় সভা করেন।

কেরুর এম ডি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অথিতির বক্তব্যে কর্পোরেশন চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন সরকার অখের দাম এ মৌসুমে প্রতিমন ২২০ টাকা বাড়িয়েছে, আগামী মৌসুমে পাবেন প্রতিমনে ২৪০ টাকা। তার পরেও সরকার আপনাদের পাশে আছে,,যখন যা প্রয়োজন তা অবশ্যই করা হবে,,চাষী সংক্রান্ত সব সুযোগ করে দেয়া হবে,,তিনি বলেন আখচাষ বাড়ান,সাথে ফলনটাও বাড়ান, প্রয়োজনে সাথী ফসল করে অধিক মুনাফা অর্জন করুন। চাষীদের সাথে মত বিনিময শেষে কেরুর ডিহি কৃষি খামারে আসেন। খামারের আখ রোপন দেখেন ও অফিসে কিছু সময় কাটান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, কর্পোরেশনের সচীব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার,দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্যা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মম মোশারফ হোসেন, জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া, মহাব্যাবস্থাপক ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, কেরুজ প্রশাসন বিভাগের এডিএম ইউসুফ আলী, ডি জি এম (খামার) সুমন কুমার, ডিজিএম মাহাবুব হাসান,ডিহিকৃষ্ণপুর খামার ইনচার্জ ইমদাদুল হক, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, যুগ্ন সম্পাদক মোস্তফিজুর রহমান, বিকাল চারটায় তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে দর্শনা কেরু চিনিকল ত্যাগ করেন।

কোটচাঁদপুরে ফলন্ত ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে

দিয়েছে,দূর্বত্তরা

কোটচাঁদপুরে বর্গা চাষির ফলন্ত ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে দিয়েছেন,দূর্বত্তরা। এতে করে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাষি আলমগীর হোসেন।গতকাল সোমবার (৩০-১০-২৩) রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বড়বামনদহ মাঠে।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর বড়বামনদহ গ্রামের বর্গা চাষি আলমগীর হোসেন। তিনি ওই গ্রামের মৃত সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। নিজের কোন জমি নাই তাঁ◌ঁর। দীর্ঘদিন ধরে পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে থাকেন। ওই মাঠে চাষি আলমগীর হোসেনের ড্রাগন সহ ১০ বিগা জমি বর্গা নেয়া। বাকি জমিতে আম বাগান করেছেন তিনি।

গতকাল সোমবার রাতে দূর্বৃত্তরা তাঁর ২৫ কাঠা জমির ৫ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে সাবাড় করেছেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন,বলে জানিয়েছেন চাষি আলমগীর হোসেন। আমার জানা মতে কোন শত্রু নাই। তবে অনেক মানুষের কাছে সারের টাকা পাবো। সেটা নিয়ে হয়তো কেউ অখুশি থাকতে পারে।

তিনি বলেন, ড্রাগন গাছ লাগানো থেকে আজ পর্যন্ত ৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি গাছে ফল ঝুলছে। ওই ফল বিক্রি করলে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা হত। সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন, ওই চাষি।

চাষি টিপু সুলতান (টিপু) বলেন,আলমগীর ভাইয়ের নিজস্ব কোন জমি নাই। ভাগে বর্গে জমি নিয়ে চাষ করেন। ওই জমিটিও লিজ নিয়ে ড্রাগন চাষ করছিল। ২৫ কাঠা জমিতে চাষ করতে কম পক্ষে ৩/৪ লাখ টাকা খরচ হয়।এখন তো জমির প্রতিটি গাছে ফল ধরেছে, সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে মনে হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান বলেন, ড্রাগন গাছ কাটার বিষয়টি জানতে পেরেছি। অফিসের লোকজন গিয়েছিল। তারা স্বজমিনে দেখে এসেছেন। এ ছাড়া আমরা গবেষনা কেন্দ্রে কথা বলেছি,কাটা গাছগুলো কিভাবে রক্ষা করা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীকে থানায় পাঠানো হয়েছে মামলা করার জন্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি,ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা মাসিক আইন শৃংখলা সভাও তোলা হবে,জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার বলেন,ঘটনাটি আমরা শুনেছি। অভিযোগ এখনও হাতে পায়নি। তবে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গার যদুপুর গ্রামের বিলের মাঠে রাস্তা নির্মাণ কাজে বাঁধা

চুয়াডাঙ্গা সদরের যদুপুর গ্রামের বিলের মাঠে রাস্তা নির্মাণ কাজে বাঁধা প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। সরকারী খাসজমি নিজের দাবি করে

সাহা আলী নামের এক ব্যক্তি বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তার কাজ। এ নিয়ে থানা পুলিশে অভিযোগের পাশাপাশি আদালতে ফোজদারী ও পিটিশন মামলাও করেছে। এতে করে রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়ায়যদুপুর গ্রামের বিলের ধারের চাষাবাদ সহ চাষাবাদকৃত মাঠের মালামাল ঘরে বা বাজারে নিতে ব্যহৃত হচ্ছে চাষীদদের। সেই সাথে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে কৃষকেরা। তাই সুষ্ঠ সমাধান চাই এলাকার ভুক্তভোগী চাষী সহ সচেতন মহল। বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রসাশকের সুু-দৃষ্টি কাামনা করেছে ভুক্তভোগী চাষী সহ সচেতন মহল।

গ্রামবাসীর অভিযোগে জানাযায়, চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের যদুপুর গ্রামের ৬৫ নং যদুপুর মৌজার ১নং ক্ষতিয়ানে ১২৭২ নং দাগে বিলের ধারের মাঠে পথিত খাস জমির উপর দিয়ে গ্রামবাসীর উদ্দ্যোগে মাঠের চাষাবাদ ও মাালামাল বহনের সুবিধার্থে এিকিট রাস্তা নির্মাণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই মোতাবেক রাস্তা নির্মান কাজের প্রক্রিয়াও শুরু হয়।

এ কাজ গ্রামের পরঘাটা পাড়ার মৃত মোহাম্মদ আলী দেওয়ানের ছেলে শাহা আলম ওরফে সাহা আলীর (৫৫) জমির নিকট পৌছালে তিনি সরকারী জমি নিজের দাবি করে কাজে বাঁধা প্রদান করায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

যার ফলে গ্রামের মাঠের ভুক্তভোগী চাষী আলী আকবার, টিটু মিয়া,

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

তাকে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ফোনটি তার ছেলে রিসিভ করে। সে জানায় মাামলার বাদী আমার মা। আমি বাইরে আছি বাড়ি পৌছে মায়ের সাথে কথা বলিয়ে দিচ্ছি। তবে শেষ পর্যন্ত ফোনে আর যোগাযোগ করিয়ে দেয়নি।

দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বীজ বিতরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ৩৯০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে গম, ভুট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা কৃষি কর্মকর্তা বিভাস চন্দ্রের সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা।

অনুষ্ঠানে বিঘাপ্রতি ২০ কেজি করে গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ২ কেজি করে ভুট্টা বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ১ কেজি করে সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; ১ কেজি করে শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ৫ কেজি করে মুগ

বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ৫ কেজি করে মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়।

বিদেশে কৃষি পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের সাফল্য

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকে প্রকৃতির লীলানিকেতন বলা যায়। অপূর্ব সৌন্দর্যে, শস্য-সম্পদে ও নানা প্রকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভরা এইরূপ দেশ পৃথিবীতে বিরল। ফুলে-ফলে ও সৌন্দর্যে ভরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথলাল রায় লিখেছিলেন-
“ ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।“

যে জাতি হাজার বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানি লালন-পালন ও বহন করে আসছিল , সেই জাতিকে সুসংগঠিত করে একখণ্ড স্বাধীন ভূমি উপহার দেন-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গর্বের আত্মপরিচয় হিসেবে জাতি লাভ করে, লালসবুজ পতাকা- জাতীয় সঙ্গীত-রণ সঙ্গীত। সেই মহানায়ক পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশ শাসনের ভার জাতি তাঁর ওপর অর্পণ করে। সদ্য স্বাধীন রক্তঝরা, মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ। হাজারো সমস্যা, আর্থিক দৈন্যতা, নেই মূলধন, নেই বৈদেশিক মুদ্রা। অপরদিকে পরাজিত শক্তির উৎকট ঝামেলা, দেশ-বিদেশের গভীর ষড়যন্ত্র।

সকল প্রতিহিংসা উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছর প্রথম বাংলাদেশের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতের মধ্যে ১০১ কোটি টাকা রাখেন কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে। সেই বাজেট কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের

মাইলফলক।বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার অন্যতম ভিত্তি ছিল কৃষি।তাই তো স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দেশে সবুজ বিপ্লবের/ কৃষি বিপ্লবের ডাক দেন।শুরু হয় কৃষিতে গ্রামীণ উন্নয়ন আর আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার।মওকুফ করেন ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনার দায়।প্রত্যাহার করেন লাখ লাখ কৃষি ঋণের সার্টিফিকেট মামলা,ভূমিহীন কৃষকের নামে বিতরণ করা হয় খাসজমি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের পরপরই কৃষিকে অগ্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক আমদানির মাধ্যমে এবং স্বল্প মেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে এবং কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘একটা স্বল্প সম্পদের দেশে অনবরত কৃষি উৎপাদন-হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।’

১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকন্ঠে ঘোষিত হয়- কৃষিবিদদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি -প্রথম শ্রেণির পদ মর্যাদা।সেদিন বাকৃবির আকাশে -বাতাসে ভেসে ওঠে “বঙ্গবন্ধুর অবদান,কৃষিবিদ ক্লাসওয়ান।”বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, ‘আমি তোদের পদমর্যদা দিলাম, তোরা আমার মান রাখিস’। তখন থেকে কৃষিবিদরা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করেন। শিক্ষার্থীদের সেদিন কাগজ কলম বইয়ের পাশাপাশি প্যান্ট- কোট খুলে গ্রামে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে সেদিন বলেছিলেন সবুজ বিপ্লব ব্যতিত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসস্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তার শুরুটা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তার অসমাপ্ত কাজটুকু সম্পন্ন করেছেন তারই সুযোগ্য উত্তরসূরী কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং আজ কৃষি পন্য বহিবিশ্বে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। আজ কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন দীর্ঘ ২১ বছর পর

সরকার গঠন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তখন দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪০ লাখ মেট্রিক টন। বাজেটে কৃষি গবেষণার জন্য একটি পয়সাও কোনো বরাদ্দ ছিল না। সে বছর ১২ কোটি টাকা শুধু কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং পরবর্তী বাজেটে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ পায় কৃষি এবং আইসিটি এই দুই সেক্টর। শুরু থেকেই কৃষি গবেষণাকে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে পরবর্তী পাঁচ বছরে উন্নয়ন-অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত হয় চমকপ্রদ সাফল্য। প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে নির্ভরশীলতা অর্জন করে।

২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আবারো দেশের কৃষিতে স্থবিরতা নেমে আসে। ২০০২ সালে দানাজাতীয় খাদ্যের উৎপাদন ২ কোটি ৬৮ লাখ টন থেকে নেমে আসে ২ কোটি ৬১ লাখ টনে। আবারো শুরু হয় নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা।২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে যখন দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৬ লাখ মেট্রিক টন। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদ’ অনুযায়ী ‘রূপকল্প ২০২১’ প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে।

আওয়ামীলীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান, ১০ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাব চালুকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষিতে প্রণোদনা প্রদান, সার বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে এসে দেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি, খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়। এসডিজি কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তার গতি ও পরিধি সরকারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রণীত হয় (২০১৪-১৮) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এরই অংশ হিসেবে রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান ২১০০সহ নানা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যমোচন ও রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদন করেছে ৪৭ দশমিক ৫৯ লাখ

টন। এ সময় ৭৪ হাজার ৪২ টন মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ৫ হাজার ১৯১ কোটি টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৪১ সালে দেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়াবে ৯০ লাখ টন।

বাংলাদেশ হতে নানাবিধ কৃষিপণ্যসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এরমধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা পাতা, আম, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, লটকন, আমড়া, পেয়ারা, শুকনা বরই, হিমায়িত সবজি আলু, কচু, পটল, মুখীকচু, লাউ, পেঁপে, শিম, করলা, কাকরুল, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, গুড়া মসলা, কালিজিরা, হলুদেপরীক্ষাগারের অভাব, বিমানবন্দরে হিমাগারের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকা, বিভিন্ন কৃষিপণ্যের কাক্সিক্ষত জাতের অভাব, ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সহজীকরণ ইত্যাদি। গুণগত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সবজি ফল উৎপাদন, শ্যামপুরস্থ প্যাক হাউজের কার্যকর ব্যবহার, বিমানে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে স্পেস বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যর জন্য বিমান বন্দরে পৃথক গেট ও স্ক্যানার মেশিন স্থাপন করা, বিমানবন্দরে ইঅউঈ-এর ক্লোড বেটারেজের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, বিমান ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে আনা, কৃষিপণ্য পরিবহনের সুবিধা বৃদ্ধি, পণ্য রপ্তানির জন্য প্যাকেজিং এর মান বৃদ্ধি, আলুর উন্নত জাতের সরবরাহ বৃদ্ধি, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তা বৃদ্ধি, দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষাগার তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি এদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানীতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে পারে।

লেখক- সহকারী অধ্যাপক,ফিশারিজ বিভাগ ও প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত),মির্জা আজম হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গাংনীতে পিএসকেএস উদ্যোগে উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর ‘প্রশিক্ষন

কেন্দ্র ও খামার’- এ সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় সংস্থার খামার বাড়িতে উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি, পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চমুল্যের ফসল চাষ,উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসলধারা (ক্রপিং প্যাটার্ণ), প্রদর্শনীর আওতায় ১৪ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয় ।

বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল- ৪০ টি আমের চারা (বারি-১১), ৪০ টি আমের চারা (থাই কাটিমন) ও ৭০ টি ব্যানানা ম্যাংগো আমের চারা, এবং ৪ রোল মালচিং পেপার, ফেঁরোমন ফাঁদ, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার, রাসায়নিক সার, কিটনাশক, লাউয়ের বীজ, ব্রোকলির বীজ, টমেটোর বীজ, সরিষা বীজ সহ সাইনবোর্ড ও রেজিষ্টার খাতা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি

উপকারভোগীদেরকে প্রদর্শনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর গাংনী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগন ।